বেদে মাংসাহার খাবারের ভ্রম

এতদ্বা উ স্বাদীয়ো য়দধিগবং ক্ষীরং বা।

মাংসং বা তদেব নাশ্নীয়াত্ ।।৯।। (অথর্ববেদ ৯.৩.৬.৯)

এই মন্ত্রে আচার্য সায়ণ ভাষ্য করেনি।

পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকর ভাষ্য -

পদার্থঃ (এতত্ বৈ উ স্বাদীয়ঃ) সে যে স্বাদযুক্ত আছে (য়ত্ অধিগবং ক্ষীরং বা মাংসং বা) যে গাভী থেকে প্রাপ্তকারী দুধ অথবা অন্য মাংসাদি পদার্থ আছে (তত্ এব ন আশ্নীয়াত্) তাহার মধ্যে থেকে কোন পদার্থ অতিথির পূর্বেও খাবে না ।।৯।।

এই মন্ত্রের উপর আচার্য অগ্নিব্রত ন্যাষ্টিক জীর মত -

ইনাদের ভাষ্যতে আর বিদ্বান প্রো০ বিশ্বনাথ বিদ্যালংকারই এই মাংসের অর্থ পনীর করেছেন, তবে পণ্ডিত ক্ষেমকরণদাস ত্রিবেদীই মনন সাধক (বুদ্ধিবর্ক) পদার্থকে মাংস বলেছেন। সবাই এই মন্ত্র তথা সূক্তের অন্য মন্ত্রের বিষয় অতিথি সৎকার বলেছেন। এই মন্ত্রের দেবতা পণ্ডিত ক্ষেমকরণদাস ত্রিবেদীর দৃষ্টিতে অতিথি বা অতিথিপতি, যখন পণ্ডিত সাতবলেকরই অতিথি বিদ্যা মেনেছেন। পণ্ডিত সাতবলেকরই ইহার ঋষি ব্রহ্মা মেনেছেন। ছন্দ পিপীলিকা মধ্যা গায়ত্রী। {ব্রহ্মা=মনো বৈ য়জ্ঞস্য ব্রহ্মা (শ০ ১৪/৬/১/৭); প্রজাপতির্বৈ ব্রহ্মা (গো০ উ০ ৫/৮)। অতিথিঃ=য়ো বৈ ভবতি য়ঃ শ্রেষ্ঠতামশ্নুতে স বা অতিথির্ভবতি (ঐ০ আ০ ১/১/১)। অতিথিঃ= অতিথিপতির্বাবাতিথেরীশে (ক০ ৪৬/৪-ব্রা০ উ০ কো০ থেকে উদ্ধৃত)। পিপীলিকা=পিপীলিকা পেলতের্তিকর্ণঃ (দৈ০ ৩.৯)। স্বাদু=প্রজা স্বাদু (ঐ০আ০ ১.৩.৪); প্রজা বৈ স্বাদুঃ (জৈ০ ব্রা০ ২/১৪৪); মিথুনং বৈ স্বাদু (ঐ০ আ০ ১/৩/৪)। ক্ষীরম্=য়দত্যক্ষরত্ তত্ ক্ষীরস্য ক্ষীরত্বম্ (জৈ০ ব্রা০ ২/২২৮)। মাংসম্=মাংসং বৈ পুরীষম্ (শ০ ৮/৬/২/১৪); মাংসং বা মানসং বা মনোহস্মিন্ সীদতীতি বা (নি০ ৪/৩); মাংসং সাদনম্ (শ০৮/১/৪/৫)}

অগ্নিব্রত ন্যাষ্টিক জীর আধিদৈবিক ভাষ্য -

পদার্থঃ (এতত্ বা স্বাদীয়ঃ) যে অতিথি অর্থাৎ সতত গমনশীলা প্রাণ, ব্যান রশ্মির এবং অতিথিপতি অর্থাৎ প্রাণোপান রশ্মির নিয়ন্ত্রক সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির স্বাদুযুক্ত হয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ছন্দাদি রশ্মিকে মিথুন বানিয়ে নানা পদার্থের উৎপন্ন করাতে সহায়ক হয়। (য়ত্) যে প্রাণব্যান বা সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির (অধিগবং ক্ষীরং বা মাংসং বা) গমনকারী অর্থাৎ 'ওতম্' ছন্দ রশ্মি রূপী সূক্ষ্মতম বাক্ তত্বে আশ্রিত হয়, সাথেই নিজের পুরীষ=পূর্ণ সংযোজন বল {পুরীষম্=পূর্ণং বলম্ (ম০ দ০ য়০ ভা০ ১২/৪৬); ঐন্দ্রং হি পুরীষম্ (শ০ ৮/৭/৩.৭); অন্নং পুরীষম্ (শ০ ৮/১/৪/৫)} এর সাথে নিরন্তর নানা রশ্মি বা পরমাণু আদি পদার্থের উপর ঝড়তে থাকে। এই 'ওতম্' রশ্মির ঝড়নাই ক্ষীরত্ব তথা পূর্ণ সংযোতাই মাংসত্ব বলা হয়। এখানে 'মাংস' শব্দ এই সংকেত দেয়, যে এই 'ওতম্' রশ্মির মনস্তত্ব এখানে সর্বাধিক মাত্রাতে বসে থাকেন। এই 'ওতম্' রশ্মির প্রাণব্যান এবং সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির উপর ঝড়ে অন্য স্থুল পদার্থের উপর পড়তে থাকে। (তত্ এব ন অশ্নুয়াত্) এই কারণ দ্বারা বিভিন্ন রশ্মি বা পরমাণু আদি পদার্থের মিথুন বানানোর প্রক্রিয়া নষ্ট হয় না। ইহা প্রক্রিয়া অতিথিরূপ প্রাণব্যানকে মিথুন বানানো কিংবা ইহার দ্বারা বিভিন্ন মরুদাদি রশ্মির আকৃষ্ট করার প্রক্রিয়া শান্ত হওয়াতে পূর্বে নষ্ট হয় না, বরং তাহার পশ্চাৎ অর্থাৎ দুই কণের সংযুক্ত হওয়ার পশ্চাৎ আর মিথুন বানানোর প্রক্রিয়া নষ্ট বা বন্ধ হয়ে যায়, ইহা জানা উচিত ॥৯॥

এই ঋচার সৃষ্টির উপর প্রভাব -

আর্ষ বা দৈবত প্রভাব- ইহার ঋষি ব্রহ্মা হওয়াতে সংকেত পাওয়া যায় যে ইহার উৎপত্তি মন এবং 'ও৩ম্' রশ্মির মিথুন দ্বারাই হয়। এই মিথুন এই ছন্দ রশ্মির নিরন্তর বা নিকটতা থেকে প্রেরিত করতে থাকে। ইহাকে দৈবত প্রভাব দ্বারা প্রাণ, ব্যান তথা সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির বিশেষ সক্রিয় হয়ে নানা সংযোগ কর্মের সমৃদ্ধ করেন।

ছান্দস প্রভাব - ইহার ছন্দ পিপীলিকা মধ্যা গায়ত্রী হওয়াতে এই ছন্দ রশ্মি বিভিন্ন পদার্থের সংযোগের সময় তাহার মধ্যে তীব্র তেজ বা বলের সাথে সতত সঞ্চারিত হয়। ইহা থেকে ঐ পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ তেজ এবং বলের প্রাপ্ত হতে থাকে।

ঋচার প্রভাব - যখন কণার সংযোগ হয়, তখন তাহার মধ্যে প্রাণ, ব্যান বা সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির বিশেষ যোগদান হতে থাকে। এই রশ্মির বিভিন্ন মরুদ্ রশ্মির দ্বারা আকুঞ্চিত আকাশ তত্ত্বকে ব্যাপ্ত করে নেয়। ইহা সময় এই রশ্মির উপর সূক্ষ্ম 'ও৩ম্' রশ্মির নিজের সেচন করে ইহাতে অধিক বল দ্বার যুক্ত করেন। ইহা থেকে উভয় কণার মধ্যে ফীল্ড নিরন্তর প্রভাবী হয়ে ঐ উভয় কনার পরস্পর সংযুক্ত করে দেয়।

আচার্য অগ্নিব্রত ন্যাষ্টিক জীর আধিভৌতিক ভাষ্য -

পদার্থঃ (এতত্ বা স্বাদীয়ঃ) এই যে স্বাদিষ্ট ভোজ্য পদার্থ আছে। (য়দধিগবং ক্ষীরং বা) যে গাভী দ্বারা প্রাপ্তকারী দুধ, ঘৃত, মাখন, দই আদি পদার্থ আছে অথবা (মাংসম্ বা) মনন, চিন্তন আদি কার্যে উপযোগী ফল, শুকনো ফল আদি পদার্থ। (তদেব ন অশ্নীয়াত্) ঐ পদার্থকে অতিথির খাওয়ানোর পূর্বে খাবে না অর্থাৎ অতিথির খাওয়ানোর পশ্চাৎই খাওয়া উচিত। এখানে অতিথি থেকে পূর্বে না খাওয়ার প্রসংগত ইহার পূর্ব মন্ত্র থেকে সিদ্ধ হয়, যেখানে লেখা আছে - "অশিতাবত্যতিথাবশ্নীয়াত্"= অশিতাবতি অতিথৌ অশ্নীয়াত্। এই প্রকরণের পূর্ব আধিদৈবিক ভাষ্যেও উপলব্দি করবেন।

....

'মাংসম্' পদের বিবেচনাঃ- এই বিষয়ে সর্বপ্রথম আর্য বিদ্বান পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মা কৃত "বৈদিক সম্পত্তি" নামক গ্রন্থতে আয়ুর্বেদের কিছু গ্রন্থের উদ্ধৃত করে বলেন -

''সুশ্রুতে'' আমের ফলের বর্ণন করে লিখেছেন -

অপক্কে চূতফলে স্নায়্যস্থিমজ্জানঃ সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে পক্কে ত্বাহবির্ভূতা উপলভ্যন্তে।

অর্থাৎ আমের কাচা ফলের আশে, হাড্ডির আর মজ্জা আদি প্রতীত হয় না, কিন্তু পাকার পরে সব আবির্ভূত হয়ে যায়।

এখানে আটির তন্তু সর্বাঙ্গে, আটি হাড্ডির, আশে আর চিকন ভাগ মজ্জা বলা হয়েছে। এই প্রকারে বর্ণন ভাবপ্রকাশেও এসেছে। সেখানে লেখা আছে যে -

आम्रास्यानुफले भवन्ति युगपन्मांसास्थिमज्जादयो लक्ष्यन्ते न पृथक् पृथक् तनुतया पुष्टास्त एव स्फुटाः।

एवं गर्भसमु˜वे त्ववयवाः सर्वे भवन्त्येकदा लक्ष्याः सूक्ष्मतया न ते प्र्रकटतामायान्ति वृद्धिंगताः।

অর্থাৎ যে প্রকার কাচা আমের ফলে মাংস, অস্থি আর মজ্জাদি পৃথক-পৃথক দেখা যায় না, কিন্তু পাকার পরেই জ্ঞাত হয় ওই প্রকার গর্ভের আরম্ভে মনুষ্যের অঙ্গ জ্ঞাতহয় না, কিন্তু যখন তাহার বৃদ্ধি হয়, তখন স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই দুই প্রমাণের দ্বারা প্রকট হয়ে থাকে যে ফলের মধ্যেও মাংস, অস্তি, নাড়ী আর মজ্জা আদি ইহা প্রকার বলা হয়েছে, যে প্রকার প্রাণির শরীরে।

বৈদ্যকের এক গ্রন্থে লেখা আছে যে -

प्रस्थं कुमारिकामांसम्।

অর্থাৎ- এক কিলো কুমারিকার মাংস। এখানে ঘীকুমারকে কুমারিকা আর তাহার মজ্জাকে মাংস বলা হয়েছে।

বলার তাৎপর্য এই যে, যে প্রকার ঔষধির আর পশুদের নাম একই শব্দ দ্বারা রাখা হয়েছে ওই প্রকার ঔষধির আর পশুদের শরীরাবয়বও একই শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে। এই ধরনের বর্ণনা আয়ুর্বেদের গ্রন্থে ভরা আছে।

শ্রীবেনকটেশ্বর প্রেস, বুম্বাইতে ছাপানো ‘ঔষধিকোষ’ এ নীচে লেখা সমস্ত পশুসংজ্ঞক নাম আর অবয়ব বনস্পতির জন্যও এসেছে দেখে নিন। আমরা উদাহরণের জন্য কিছু শব্দ উদ্ধৃত করেছি -

বৃষভ - ঋষভকন্দ

সিংহী - কটেলী, বাসা

হস্তি - হস্তিকন্দ

শ্বান - কৃত্তাঘাস, গ্রন্থিপর্ণ

খর - খরপর্ণিনী

বপা - ঝিল্লী=বক্কল ওষুধ ব্যবহারের জালা

মার্জার - বল্লীঘাস, চিত্ত

কাক - কাকমাচী অস্থি-গুঠলী

ময়ুর - ময়ুরশিখা

বারাহ - বারাহীকন্দ

মাংস - গুদা, জটাংমাসী

বীছূ - বীছূবূটী

মহিষ - মহিষাক্ষ, গুগ্গুল

চর্ম - বক্কল

সর্প - মর্পিণীবূটী

শ্যেন - শ্যেনঘন্টী (দন্তী)

স্নায়ু - রেশা

অশ্ব - অশ্বগন্ধা, অজমোদা

মেষ - জীবনাশক

নখ - নখবূটী

নকুল - নাকুলীবূটী

কুক্কুট (টী) - শালামলীবৃক্ষ

মেদ - মেদা

হংস - হংসপদী

নর - সৌগন্থিক তৃণ

লোম (শা) - জটামাসী

মৎস্য - ঘমরা

হৃদ - দারচীনী

মূষক - মূষাকর্ণী

মৃগ - সহদেবী, ইন্দ্রায়ণ, জটামসী, কপুর

পেশী - জটামসী

গো - গৌলোমী পশু-অম্বাড়া, মোথা

রুধির - কেসর

মহাজ - বড়ী অজবায়ন

কুমারী - ঘীকুমার

আলম্ভন - স্পর্শ

এই সূচীতে সমস্ত পশু পক্ষীর আর তাহার অঙ্গের নাম তথা সমস্ত বনস্পতির আর তাহার অঙ্গের নাম একই শব্দ দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় কিছু শব্দ দ্বারা পশু আর তাহার অঙ্গকেই গ্রহণ করা উচিত নয়।

বিজ্ঞ পাঠক এখানে বিচার করুন ঐরূপ স্থিতিতে এখানে 'মাংসম্' পদ দ্বারা গৌ আদি পশুর বা পক্ষির মাংস গ্রহণ করা কি মুর্খতা নয় ? এখানে কোন পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা অভিভূত তথা বৈদিক বা ভারতীয় সংস্কৃতি বা ইতিহাসের উপহাসকর্তা কথিত প্রবুদ্ধ কিংবা মাংসাহারের পোষক সংস্কৃত ভাষার ঐরূপ নামের উপর ব্যঙ্গ্য যেন না করেন, এই কারণে আমরা তাহাদের ইংরেজি ভাষারও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি -

1. **Lady Finger** ভেণ্ডী বলা হয়। যদি ভোজন বিষয়ে কেউ ইহার অর্থ কোন মহিলার আঙ্গুল করে, তখন কি তাহার অপরাধ হবে না ?

2. **Vegetable** কোন শাক বা বনস্পতিকে বলা হয়। এদিকে **Chamber dictonary** মধ্যে ইহার অর্থ **dull understanding person** ও দেওয়া আছে । যদি **Vegetable** খেতে বসা কোন ব্যক্তিকে দেখে কেউ তাহাকে মন্দবুদ্ধি মানুষের খাদ্য পদার্থ বলে, তখন কি ইহা মূর্খতা হবে না ?

3. আয়ুর্বেদে একটি চারা গাছ আছে - গোবিষ, যাহাকে হিন্দীতে কাকমারী তথা ইংরেজিতে **Fish berry** বলা হয় । যদি কেউ ইহার অর্থ মাছের রস লাগায়, তখন তাহাকে কি বলবেন?

4. **potato** আলুকে বলা হয়, এদিকে ইহার অর্থ **A mentally handicaped person** ও হয়, তখন কি আলু খাওয়া ব্যক্তিকে মানসিক রোগী মনুষ্যকে ভক্ষণকারী মানা হয় ?

5. **Hag** ইহা এক প্রকারের ফল আছে, এদিকে **An ugly old woman** কেও **hag** বলা হয়, তখন কি এটাও কোন **hag** ফলের অর্থ উল্টো লাগানোর প্রয়াস করবেন ?

এখন আমরা ইহার উপর বিচার করি দেখি যে ফলের মজ্জাকে মাংস কেন বলা হয় ? যেমনটি আচার্য অগ্নিব্রত ন্যাষ্টিকজীর আধিদৈবিক ভাষ্যে জেনে এসেছি যে পূর্ণবলযুক্ত বা পূর্ণবলপ্রদ পদার্থকে মাংস বলা হয়। সংসারে সব মনুষ্য ফলের মজ্জাকেই প্রয়োগ করেন, অন্য ভাগকে নয়, কেননা ফলের সার ভাগ সেই হয়। সেই ভাগ বল-বীর্যের ভাণ্ডার অর্থাৎ তাহার ভক্ষণ দ্বারা বল-বীর্য-বুদ্ধি আদির বুদ্ধি হয়। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে প্রাণিদের শরীরের মাংসকে মাংস বলে? ইহার উত্তর এই যে কোন প্রাণির শরীরের বল তাহার মাংসপেশীর অন্তর্গতই নিহিত থাকে, ইহার কারণে ইহাও মাংস বলা হয়। যেরূপ শাকাহারী প্রাণী ফলের মজ্জাকেই বিশেষ ভক্ষণ করেন, ঐরূই সিংহাদি মাংসাহারী প্রাণী, প্রাণীর মাংস ভাগকেই বিশেষ রূপে খেয়ে থাকে। এই উভয়ের মধ্যে সমানতা আছে। যে স্থান ফলের মধ্যে মজ্জার হয়, সেই স্থান প্রাণিদের শরীরে মাংস হয় । মনুষ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক রূপে কেবল শাকাহারী বা দুগ্ধাহারী প্রাণী, এই কারণে বেদাদি শাস্ত্রে প্রাণিদের মাংস খাওয়ার চর্চা বেদাদি শাস্ত্রের ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার লক্ষণ । এরূপ চর্চাকারী কথিত বেদজ্ঞ, তা সে বিদেশী হোক বা স্বদেশী, আমাদের দৃষ্টিতে তাহারা বেদাদি শাস্ত্রের বর্ণমালাও জানে না, যদিও বা তাহারা ব্যাকারণাদি শাস্ত্রের যত বড় অধ্যেতা- অধ্যাপক হোন না কেন । মাংসাহারের বিষয়ে আমরা অন্য কোনো এক সময় একটি পৃথক গ্রন্থ লেখার বিবেচনা করব, যার মধ্যে সারা বিশ্বের মাংসাহার ভোগীদের সমস্ত সংশয় দূর হবে।

ত্রিষ্টুপ মাংসম্ প্রাণস্য (ঐ০ আ০ ২/১/৬) ত্রিষ্টুপ ছন্দ রশ্মিই মাংস।

সাধারন বাংলায় পশু **Animal** বোঝালেও বৈদিক সংস্কৃততে তা অন্যকিছুও বোঝায় । নিরুক্ত তে পাওয়া যায় পশু অর্থ কণাজাতীয় জিনিস । এটা ' পশ্ ' মুল থেকে এসেছে যার অর্থ

হল যা দেখা সম্ভব। পশু শব্দের ধাতু হলো √পশ্ আর এই ধাতুগত অর্থ অনুসারে যাকে পশ্য অর্থাৎ দেখা হয় তাই পশু।

প্রশ্ন - বেদে 'মাংসম' পদের অর্থ প্রাণিদের মাংস কখনো হয় না, ইহা আপনার পূর্বাগ্রহও তো ধরে নেওয়া যেতে পারে, যা শুধুমাত্র শাকাহারের আগ্রহবশেই করেছেন?

উত্তর - যে সংস্কারেতে সামান্য যোগসাধকের জন্য অহিংসাকে প্রথম সোপান বলা হয়, যেখানে মন, বচন, কর্ম দ্বারা কোথাও কখনো সমস্ত প্রাণীর প্রতি ঘৃণা ত্যাগ অর্থাৎ প্রীতির সন্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সিদ্ধ পুরুষ যোগিদের এবং সেই ক্রমে নিজের যোগসাধনা দ্বারা ঈশ্বর বা মন্ত্রের সাক্ষাৎকৃতধর্মা মহর্ষিরা, তাহার গ্রন্থে এবং বেদরূপ ঈশ্বরীয় গ্রন্থের দ্বারা হিংসার সন্দেশ দেওয়া মূর্খতা বা দুষ্টতা নয়, তো কি? যে বিদ্বান বৈদিক অহিংসার স্বরূপ দেখতে চান, তিনি পতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্য স্বয়ং পড়ে দেখুন। ইহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যাহা প্রায়ঃ সব ভাষ্যকারই পশুর নৃশংস বধ এবং তাহার অঙ্গকে ভক্ষণের বিধান করেছেন, সেখানে আমরা তাহার কেমন গূঢ় বিজ্ঞান প্রকাশিত করেছি, ইহা পাঠক এই বেদ-বিজ্ঞান আলোক গ্রন্থের সম্পূর্ণ অধ্যয়ন দ্বারা জেনে যাবে। পাঠকদের জানার জন্য আমরা বেদের কিছু প্রমাণ দিচ্ছি -

য়দি নো গাং হংসি য়দ্যশ্চং য়দি পূরুষম।

তং ত্বা সীসেন বিধ্যামঃ।। অথর্ব০ ১/১৬/৪

অর্থাৎ - তুমি যদি আমাদের গাভী, ঘোড়া বা মনুষ্যকে হত্যা করো, তবে আমরা তোমাকে সীসা দিয়ে ছেদ করে দেবো।

মা নো হিংসিষ্ট দ্বিপদো মা চতুষ্পদঃ ।। (অথর্বঃ ১১/২/১)

অর্থাৎ আমাদের মনুষ্য আর পশুদের নষ্ট করো না। অন্যত্র বেদে দেখুন -

ইমং মা হিংসীদ্রবিপাদ পশুম্। (যজুঃ ১৩/৪৭)

অর্থাৎ এই দুই খুরবান পশুকে হিংসা করো না।

ইমং মা হিংসীরেকশফং পশুম্। (যজুঃ ১৩/৪৮)

অর্থাৎ এই এক খুরবান পশুদের হিংসা করো না।

য়জমানস্য পশুন্ পাহি। (যজুঃ ১/১)

অর্থাৎ যজমানের পশুদের রক্ষা করো।

আপনারা বলতে পারেন যে এই কথা যজমান বা কোন মনুষ্য বিশেষের পালিত পশুর কথাই বলেছে নাকি সমস্ত প্রাণির ? এই ভ্রমের নিবারণার্থ অন্য প্রমাণ -

মিত্রস্যাহং চক্ষুসা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। (যজুঃ ৩৬/১৮)

অর্থাৎ আমি সব প্রাণিদের মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি।

মা হিংসীস্তন্বা প্রজাঃ। (যজুঃ ১২/৩২)

অর্থাৎ এই শরীর দ্বারা প্রাণিদের মেরো না।

মা স্রেধত। (ঋ০৭/৩২/৯) অর্থাৎ হিংসা করো না।

মহর্ষি জৈমিনীর পশ্চাৎ সব থেকে মহান বেদবেত্তা মহর্ষি দয়ানন্দের মাংসাহারের বিষয়ে বিচারও পাঠক পড়ুন -

“মদ্যমাংসাহারী অনার্য জাতির যাহার শরীর মদ্যমাংসে পরমাণুর দ্বারাই পরিপূর্ণ আছে, তাহার হাতে খাবে না।”

“এই পশুদের হত্যাকারীরা সব মানুষ্যের হত্যাকারী জানবে।”

“যখন থেকে বিদেশী মাংসাহারী এই দেশে এসে গরু আদি পশুদের হত্যাকারী মদ্যপায়ী রাজ্যাধিকারী হয়, তখন থেকে ক্রমশঃ আর্যের দুঃখের সীমা বাড়তে থাকে।”

- সত্যার্থ প্রকাশ; দশম সমুল্লাস

দেখুন দয়ার সাগর ঋষি দয়ানন্দজী কি বলছেন -

“যাহারা পশুর গলা কেটে নিজেদের পেট ভরে তাহারা সারা পৃথিবীর ক্ষতি করে। সংসারে তাহাদের থেকেও অধিক কোন বিশ্বাসঘাতক, অনুপকারী, দুঃখ দানকারী পাপীজন আর আছে কি”?

“হে মাংসহারীরা ! যখন তোমরা কিছু সময় পর পশু পাবে না তখন মনুষ্যের মাংসকেও ছাড়বে কি ?”

“হে ধার্মিক লোকেরা ! আপনারা এই পশুদের রক্ষা তন, মন আর ধন দ্বারা কেন করেন না?” (গোকরুণানিধি)

আশা করি বুদ্ধিমান এবং নিষ্পক্ষ পাঠকদের মাংসাহারের ভ্রান্তি নির্মুল হয়ে গিয়েছে।

...

আচার্য অগ্নিব্রত ন্যাষ্টিকজীর আধ্যাত্মিক ভাষ্য -

{মাংসম্=মন্যতে জ্ঞয়তেহনেন তত্ মাংসম্ (উ০ কো০ ৩/৬৪); মাংসং পুরীষম্ (শ০ ৮/৭/৪/১৯); (পুরীষম্=পুরীষং পুণাতেঃ পূরয়তের্বা-নিরু০ ২/২২); সর্বত্রাহভিব্যাপ্তম্-ম০ দ০ য়০ ভা০ ৩৮/২১; য়ত্ পুরীষং স ইন্দ্রঃ-শ০১০/৪/১/৭; স এষ প্রাণ এব য়ত্ পুরীষম্-শ০৮/৭/৩/৬)}

পদার্থঃ (এতত্ বা উ স্বাদীয়ঃ) যোগী পুরুষের সামনে পরমানন্দের আস্বাদনকারী এই পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহার কারণে জীব পরমাত্মার সাথে সহযোগে থাকে, (য়দধিগবং ক্ষীরং বা মাংসং বা) সেই পদার্থ যোগীর মন আদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ পদার্থ কি, ইহার উত্তর এই যে সর্বব্যাপী পরমৈশ্বর্য সম্পন্ন ইন্দ্ররূপ পরমাত্মা থেকে ঝড়তে থাকা ‘ও৩ম্’ বা গায়ত্রী আদি বেদের ঋচাই হলো সেই পদার্থ, যা যোগীর ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণে নিরন্তর স্রবিত হতে থাকে। যোগী ঐ আনন্দময়ী ঋচার রসস্বাদন করতে থাকে, তখন সে পরমাত্মার অনুভব করতে থাকে। (তদেব ন অশ্নীয়াত্) যোগী ঐ ঋচার আনন্দকে ওই সময় পর্যন্ত অনুভব করতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত না অতিথিরূপ প্রাণ তত্ব, তা যোগীর মস্তিক্য বা শরীরে সতত সঞ্চরিত না হয়, ওই ঋচার সাথে সংগত হয় না। এখানে অতিথি দ্বারা পূর্বের প্রকরণ পূর্ববৎ অভিপ্রায় হবে।।৯।।

ভাবার্থঃ যখন কোন যোগী যোগসাধনা করেন আর এই অর্থে প্রণব বা গায়ত্রী আদির যথাবিধ জপ করেন, তখন সর্বত্র অভিব্যাপ্ত পরমৈশ্বর্যবান ইন্দ্ররূপ ঈশ্বর থেকে নিরন্তর প্রবাহিত ‘ও৩ম্’ রশ্মি ওই যোগীর অন্তঃকরণ তথা প্রাণের অন্তর স্রবিত হতে থাকে। ইহা থেকে সে যোগী ওই রশ্মির রসস্বাদন করে আনন্দে নিমগ্ন হয়ে যায়।।৯।।

বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ দ্বারা উদ্ধৃত

(পূর্বপীঠিকা-বেদের যথার্থ স্বরূপ, নবমোধ্যায়)

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬।৪।১৮ কন্ডিকা নিয়ে একটা শঙ্কা আমাদের সামনে প্রায়শই উঠে। শঙ্কটা এরূপ যে, বিদ্বান পূত্র লাভের জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়ে বৃষের মাংস দ্বারা পাককৃত অন্ন আহার করবে। প্রায় সব অনুবাদক এমনটাই অনুবাদ করেছে।

অর্থাৎ ইহা দ্বারা সনাতন ধর্মে গোমাংস খাওয়ার বিধান সিদ্ধ এমনটা দাবী করে অপপ্রচারকারীরা। মূলত আমাদের ধর্মের মূল স্রোত হলো বেদ।

বেদের জ্ঞান দ্বারাই পরবর্তিতে অনেক শাস্ত্র রচিত হয়েছে। সেই বেদে আমরা গোহত্যার বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাই।

গো হত্যা সমন্ধ্যে বেদ বলছে যে -

"মা গাম অনাগাম অদিতিম বধিষ্ট"

(ঋগবেদ ৮।১০১।১৫)

অর্থাৎ নিরপরাধ গাভী এবং ভূমিতূল্য গাভীকে কখনো বধ করো না।

শুধু তাই নয় গোহত্যাকারীকে দন্ডের বিধান দিয়ে বেদ বলছে যে -

যদি আমাদের গাভীকে হিংসা কর যদি অশ্বকে যদি মনুষ্যকে হিংসা কর তবে তোমাকে সীসক দ্বারা বিদ্ধ করিব। (অথর্ববেদ ১।১৬।৪)

উপনিষদ বেদেরই ব্যাখ্যা হওয়ার হেতু উপনিষদে গোমাংস আহারের নির্দেশ কদাপি থাকতে পারে না। আমাদের স্থুল বিচার বিবেচনার জন্যই মূলত এরূপ শঙ্কার উদ্ভব হয়েছে। আসুন বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত বিশ্লেষন করা যাক -

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পন্ডিতো বিজিগীতঃ সমিতিঙ্গমঃ শুশ্রুষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্বাণ বেদাননুব্রুবিত সর্বমায়ুরিয়াদিতি মাষৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বাSSর্ষভেণ বা ।। (বৃহঃ উপঃ ৬।৪।১৮)

শব্দার্থঃ (অথ যঃ ইচ্ছেত্ পুত্রঃ মে) এবং যে এই ইচ্ছা করে যে আমার পুত্র (পন্ডিতঃ) বিদ্বান

(বিজিগীথঃ) প্রসিদ্ধ (সমিতিয় গমঃ) সভায় গমন যোগ্য (শুশ্রুষিতাম বাচম্ ভাষিতা) আদরের সহিত শ্রবণ যোগ্য ভাষনকারী (জায়েত) হবে (সর্বাণ বেদাননুববীত সর্বম্ আয়ু ইয়াত্ ইতি) সমস্ত বেদের জ্ঞাতা পূর্নায়ুর উপভোক্তা হবে তো (মাষৌদনম্) [পাঠভেদ - মাংসৌদম্] মাষের [কলাই বিশেষ] সাথে চাউল (পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম্ ইশ্বরী জনয়িতবৈঃ) পাক করে ঘৃতের সাথে উভয়ে [স্বামী স্ত্রী] আহার করে তো (অপেক্ষেত পুত্র) পুত্র উৎপন্ন করতে সমর্থ হবে (ঔক্ষেণ বা আর্ষভেণ) ঔক্ষ [বিধি] দ্বারা অথবা ঋষভ [বিধি] দ্বারা।

সরলার্থঃ এবং যে এই ইচ্ছা করে যে আমার পুত্র বিদ্বান প্রসিদ্ধ সভায় গমন যোগ্য আদরের সহিত শ্রবণ যোগ্য ভাষনকারী হবে, সমস্ত বেদের জ্ঞাতা পূর্নায়ুর উপভোক্তা হবে তো মাষের [কলাই বিশেষ] সাথে চাউল পাক করে ঘৃতের সাথে উভয়ে [স্বামী স্ত্রী] আহার করে তো পুত্র উৎপন্ন করতে সমর্থ হবে ঔক্ষ [বিধি] দ্বারা অথবা ঋষভ [বিধি] দ্বারা।

তাৎপর্যঃ এই কন্ডিকার মধ্যে বর্ণিত পুত্র প্রাপ্তির জন্য বলা হয়েছে যে, মাষের সাথে পাককৃত চাউল বিধির সাথে আহার করা উচিৎ। এই পুত্র এবং পুত্রি উৎপন্ন করার জন্য অপেক্ষিত সাধনের কাজে নেবার শিক্ষাকে সমাপ্ত করে ইহা বলা হয়েছে যে, সব প্রকারে পুত্র কে উৎপন্ন করা আদির কৃত্য ঔক্ষ এবং আর্ষভ বিধি দ্বারা করা উচিৎ।

ঔক্ষ বিধি - ঔক্ষ শব্দ উক্ষ (সেচনে) ধাতু হতে এসেছে। উক্ষ দ্বারা উক্ষণ এবং উক্ষণের বিশেষন ঔক্ষ। ঔক্ষ বিধি বর্ণনাকারী শাস্ত্রকে ঔক্ষ শাস্ত্র বলে। কোন মিশ্রিত ঔষধি পাক আদি তৈরীতে কোন কোন ঔষধি কি কি মাত্রায় পড়া উচিৎ তাহা বর্ণনাকারী শাস্ত্রের নাম ঔক্ষ শাস্ত্র। অভিপ্রায় এই যে, উপরিউক্ত মাষের অথবা তিলৌদন আদির প্রস্তুতে এই (ঔক্ষ শাস্ত্র) র মর্যাদা কে লক্ষ্য রেখে কাজ করা উচিৎ।

আর্ষভ বিধি - আর্ষভ - ঋষভ শব্দের বিশেষন। ঋষভ এবং ঋষি শব্দ পর্যায়বাচক। আর্ষভের অর্থ ঋষিকৃত অথবা ঋষিদের বানানো কিছু। ঔক্ষ শাস্ত্রের সাথে এই আর্ষভ শব্দের ভাব এই যে, ঋষিদের বানানো বিধি (পদ্ধতি) র নামই ঔক্ষ শাস্ত্র। অর্থাৎ কোন অনভিজ্ঞর বানানো বিধিকে ঔক্ষ শাস্ত্র বলা হয় না। ঋষিকৃত পদ্ধতিই ঔক্ষ শাস্ত্র।

মাষৌদন - নিরুক্তেও মাংস শব্দের অর্থে মনন, সাধক, বুদ্ধিবর্ধক মনকে রুচি দানকারী বস্তুকে বলা হয়েছে যা ফলের রসালো অংশ, ঘী, মাখন, ক্ষীর আদি পদার্থ (মাংস মাননং বা মানসং বা মনোস্মিনৎসীদতীতি ; নিরুক্ত ৪।৩)। বলা হয়েছিল যে মাষৌদনের পাঠভেদ অনেক গ্রন্থে

মাংসৌদন আছে৷ কেবল এই অর্থে যদি ধরে নেওয়া হয় (মনঃ সীদত্যাস্মিন্ স মাংস:) যাহাতে মন প্রসন্ন থাকে তাহাই মাংস এবং এই দৃষ্টি দ্বারা মাষৌদন কে মাংসৌদন বলা যায়। এই জন্য কোন প্রকরণে গো মাংস অর্থে মাংসের প্রয়োগ যা এই প্রকরনে নেই৷ এইজন্য যে দশ ঔষধিকে দ্বারা মাষ এবং ঔদন বর্ননার বিধান রয়েছে তাহার নাম স্বয়ং উপনিষদই উল্লেখ করেছে-

(১)ধান্য (২)যব (৩)তিল (৪)মাষ (৫)বাজরা (৬)প্রিয়জু (৭)গোধূম (৮)মসুর (৯)খল্ব (১০) থলকুল।

(বৃহঃ উপঃ ৬৷৩৷১৩)

এখানে একটা বিষয়ে গভীর ভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিৎ যে, এই ঔষধির গণনা করে দেখা যাচ্ছে তিলের পরেই মাষের উল্লেখ রয়েছে। এইজন্য সতেরো কন্ডিকায় তিলৌদন এবং তাহার পরে আঠারো কন্ডিকায় মাষৌদনের উল্লেখ রয়েছে। অন্যথা মাংসের তো এখানে যেমন বলা হলো তার কোন প্রকরনই নেই।

"য আমং মাংস মদন্তি পৌরুষেয়ং চ যে করিঃ।

গর্ভান্ খাদন্তি কেশবাস্তানিতো নাশয়ামসি৷" - অথর্ববেদে (৪৷৬৷২৩)

যে কাঁচা বা রন্ধন করা মাংস খায়, যে গর্ভনাশ করে, এখানে আমি তাদের বিনাশ করি।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশে বলেছেন যে, মাংসাহার করলে মানুষের স্বভাব হিংস্র হয়ে যায় ৷৷ যারা মাংসাহার করে বা মদ্য পান করে, তাদের শরীর ও বীর্য দূষিত হয় ৷৷

সহৃদয়ং সাংসন স্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ অন্যে অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা ৷৷ - অথর্ববেদ ৩/৩০/১ মন্ত্র

ভাবার্থ : (হে মনুষ্যগন) আমি তোমাদের সম মনষ্ক ও অবিদ্বিষ্ট করছি। যেমন - অবধ্য গাভী (অঘ্ন্যা) তার জাত বৎসকে নিজের অভিমুখে কামনা করে,তেমনি তোমরা পরস্পরকে কামনা কর৷

যঃ পৌরুষেয়েন ক্রবিষা সং মংক্তে যো অশ্ব্যেন পশুনা যাতুধানঃ যো অঘ্ন্যায়া ভরতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষানি হরসাপি বৃশ্চ ॥ - ঋগ্বেদ ১০/৮৭/১৬ মন্ত্র

ভাবার্থ : যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে অথবা অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করিবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরন করে, হে অগ্নি ! নিজ বলে তাহাদিকের মস্তক ছেদন করিয়া দাও ।

অথর্ববেদ ১৯/১/২৯ মন্ত্রে বলা হয়েছে -

অনা গোহত্যা বৈ ভীমা কৃত্যে মা নো গামশ্বং পুরুষং বধীঃ।

যত্র যত্রাসি নিহিতা ততসত্বোতথাপ যামসি পর্ণাল্লঘীযসী ভব॥

ভাবার্থ : নির্দোষদের হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ। কখনো মানুষ, গো, অশ্বাদিদের হত্যা করো না।

কোন সাহিত্যের ব্যাখা করিতে হইলে সেই সাহিত্যের ব্যাকরণ ও অভিধান অনুসারে করিতে হয়। সংস্কৃত সাহিত্য দুই প্রকারের আছে—বৈদিক সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্য। লৌকিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা মুগ্ধবোধ ও সংক্ষিপ্তসার আদি ব্যাকরণের এবং অমরকোষ অভিধান অনুসারে করিতে হয়. বৈদিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা বৈদিক ব্যাকরণ-"পানিনি" এবং শব্দ কোষ নিঘন্টু ও নিরুক্ত অনুসারে না করিলে অনর্থের সৃষ্টি হয়। বেদে কোন রুড়ি শব্দ নাই, সকল শব্দই যৌগিক বা যোগারুড়। অনর্থের কিছু নমুনা প্রদর্শিত হইল।

"প্রেতা জয়ত নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম্ম যচ্ছতু উগ্রাবঃ সন্ত বাহব হনাবৃষ্যা যথ হ সয়াথ যঃ বেদ"—এই মন্ত্রের দেবতা (বিষয় বস্তু Subject matter) হইতেছে যোদ্ধাগন। যোদ্ধাদের স্তুতি করা হইয়াছে—হে যোদ্ধাগণ তোমরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও, তাহাদের উপর বিজয়লাভ কর। প্র-ইত ধাতু গমণ অর্থে প্রেতা হইয়াছে। লৌকিক ব্যাকরণমতে মৃত মনুষ্যকে আহ্বান করা হইয়াছে বিষ্ণুরূপী প্রেত রাজের ও অর্থ করা হইয়াছে।

"স্বধিতে মৈনং হিংসী"—লৌকিক ব্যাকরণ মতে অর্থ হইল তরবারিকে শানিত করিয়া পশুর উদরচ্ছেদ করিবে। মন্ত্রের অর্থ হইল হে পরশু পশুকে হত্যা করিও না। এই মন্ত্রের দেবতা হইল বিদ্বানগণ। অর্থ হইল হে প্রশস্ত অধ্যাপক তুমি কুমারী শিষ্যাকে অনুচিৎ তাড়না করিও না।

"নমঃ শ্বভ্যঃ"—লৌকিক ব্যাকরণ অনুসারে ভাষ্য হইল হে কুকুর রূপী রুদ্র, তোমাকে নমস্কার। বৈদিক শব্দকোষ অনুসারে

"নম" অন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। সুতরাং এই মন্ত্রের অর্থ হইল "কুকুরকে অন্ন দাও।"

বৈদিক কোষ ও ব্যাকরণ অনুসারে ঋগ্বেদের ১০ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম মণ্ডলের মন্ত্রগুলির অর্থ এরূপ হইবে-ঋগ্বেদের ১০ম ৮৬ সূ ৩০৭ মন্ত্র ১৫।

বৃষভো ন তিগ্ম শৃঙ্গো Sন্ত যু থেষু রোরুবৎ

মন্থস্ত ইন্দ্র শং হৃদে যং তে সুনোতি ভাবয়ু বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥

পদার্থঃ—(ন) যে প্রকার (তীক্ষ্ম শৃঙগ.) প্রখর শিং বিশিষ্ট বৃষভঃ) বলদ (যুথেষু) দলে (অন্তরঃ) মধ্যে (রোরুবৎ) শব্দ করে ঐ প্রকার এই জীব শরীরের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রেরণা দান করে। হে (ইন্দ্র) পরমেশ্বর (ভাবয়ু) বিভিন্নগুণ সমূহের মনন-দ্বারা উপাসকগণ (যম) যাকে (তে) তোমাকে পাইবার জন্য (সুনোতি যে জ্ঞান উৎপন্ন করে (তে তোমার প্রাপ্তি তে (মন্থঃ) ঐ জ্ঞান (হৃদে) উপাসকের হৃদয়ে (শম্) কল্যাণকারী হয় (ইন্দ্র) পরমেশ্বর (বিশ্বস্মৎ) সকল পদার্থের জীবজগৎ ও প্রকৃতি পরমাণুর কার্য্য কারণের মধ্যে (উত্তর) সূক্ষ্মতম ও শ্রেষ্ঠ।

ভাবার্থঃ—যে প্রকারে বলদ দলের মধ্যে শব্দ করে ঐরূপ এই জীব শরীরে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রেরণা দান করে। গুণ-সমূহের মনন দ্বারা উপাসক গণের হৃদয়ে তোমার প্রাপ্তিতে কল্যাণ কারী জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঈশ্বর সকল পদার্থের মধ্যে সূক্ষ্মতম ও শ্রেষ্ঠ।

এই মন্ত্রে ১৫ বা ২০ অঙ্ক বোধক কোন পদ নাই। প্রার্থনা উপাসনা আদিভাব যুক্ত ইন্দ্র শব্দ ঈশ্বর বোধক, অন্যত্র রাজা তেজস্বী পুরুষ ও নেতা আদি বুঝায়।

১০ম।৮৯।১৪মন্ত্র-"কর্হি স্বত্‌সা ইন্দ্র চেত্যাসদঘস্য যদ্ভিনদো রক্ষ এষৎ

মিত্রক্রুবো যচ্ছসনে ন গবঃ পৃথিব্যা আপৃগমুয়া শয়ন্তে ।"

পদার্থঃ—হে (ইন্দ্র) তেজস্বী পুরুষ (তে) তোমার (অঘস) পাপ নাসকারী (চত্যা) শক্তি (কর্হিস্বিৎ) কখন (অসৎ) প্রকট হইবে (যৎ) যাহা হইতে তুমি (রক্ষ) রাক্ষস দিগকে (ভিনদঃ) ভেদ করিয়া (মিত্রক্রুবঃ) মিত্রের উপর ক্রূরতাকারীদের (এষৎ= আঈষৎ ভীত করিয়া (যৎ) যাহা হইতে (শসনে) শ্মশানে, ভাগাড়ে (গবঃ) পশুকে (ন সমান (আপৃক) মারিয়া (অমুয়া) এই (পৃথিব্যা) পৃথিবীর উপর (শয়ন্তে) পড়ে।

ভাবার্থ—হে তেজস্বী পুরুষ! তোমার পাপ নাশক শক্তি কখন প্রকট হইবে? যাহার দ্বারা তুমি রক্ষস দিগের নাশ কর এবং মিত্র দিগের দ্রোহ ও ক্রূরতাকারী গণকে ভীতকর এবং তাহাদের শরীর ভাগাড়ে ফেল যেমন মৃত পশুকে ভাগাড়ে ফেলে।

ঋগ্বেদ ৬ মণ্ডল। ১০।১১ মন্ত্র—

"বর্ধান্যং বিশ্বে মরুতঃ সজোষাঃ পচচ্ছতং মহিষাং তুভ্যম্।

পূষা বিষ্ণুস্ত্রীণি সরাংসি ধাবন্‌বৃত্রহণং মদিরমংশুমস্মৈ।"

পদার্থ—হে (ইন্দ্র সূর্য্যের সমান বর্ত্তমান রাজা (সজোষাঃ) তুল্য প্রীতির সহিত সেবনকারী অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের প্রতি সমদর্শিতা (বিশ্বে) সম্পূর্ণ (মরুতঃ) মনুষ্য (যম্) যিনি আপনাকে (বর্দ্ধান) বৃদ্ধি করে আর যে (পুষা) পুষ্টিকারী (ধাবন) ধাবিত হইয়া (বিষ্ণু) ব্যাপক বিজলী যে রূপ (ত্রীনি সরাংসি) দ্যুলোক আন্তরিক ও পৃথিবী এই তিন লোকে প্রবাহিত অবস্থায় ব্যাপ্ত আছে (অস্মৈ) ইহার জন্য (মদিরমং)

আনন্দনকারী (অংশুম) বিভক্ত (বৃত্রহনমং) সূর্য্য যে রূপ মেঘকে নাশ করে ঐরূপ শত্রুকে নাশকারী, আর যে (তুভ্যম্) আপনার জন্য (শতম্) বহু (মহিষান্) উত্তম পদার্থের দান দ্বারা এবং পরোপকারের জন্য (পচৎ) পাক করে তাহাকে আপনারা জানুন।

ভাবার্থ—যে রূপ প্রজাপালক রাজা রাজ্য বিস্তার করে সেইরূপ প্রজাদিগকে নিরন্তর বৃদ্ধি করুক.

১ম মণ্ডল ১৬২।১১ মন্ত্র—

"যত্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদভি শূলং নিধিতস্যাবধাবতি।
মা তদ্ ভূম্যামা শ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যস্তদুশদ্ভ্যো রাতমস্তু ॥"

পদার্থ—হে বীর (নিধিতস্য) নি পূর্বক হন্ ধাতুর অর্থ প্রহার করা—অস্ত্র প্রয়োগ করিতে থাকাকালে (ত) তোমার (অগ্নিনা) ক্রোধাগ্নি হইতে (গাত্রাৎ) হস্তদ্বারা (পচ্যমানাৎ) অগ্নি সংযোগ তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট (যৎ) যে অস্ত্র (অভিশূলং) নির্দ্ধারিত লক্ষ্যে (অবধাবতি) ধাবিত হয় (মা) না (তদ্-ভূম্যানাশ্রিষৎ) তৃণ আচ্ছাদিত ভূমির উপর পড়িয়া নিস্ফল না হয় (উশদভ্যঃ) আমাদিগের সম্পত্তি আদি আক্রমনকারী (দেবেভ্যঃ) দিব্যগুণশালী শত্রুর উপর (রাতম) অস্ত্র (অস্তু) হোক

ভাবার্থ—যুদ্ধকুশল যোদ্ধার বর্ণনা করা হইয়াছে। সুস্থিরতা পূর্বক শত্রুর উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে।

১ম মণ্ডল ১৫২ সূ মন্ত্র ১২—

"যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি।
যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিগুর্ত্তির্ন ইন্বতু ॥"

পদার্থ—(যে) যে মনুষ্য (বাজিনং) বহু অন্নাদি পদার্থ ভোজনের (পক্কং) পাক করা (পরিপশ্যন্তি) চারিদিক হইতে দেখে (যে) যে (ইম্) জল পাক করে (আহু) কহে (তেষাম) উহাদের (অভিগুর্ত্তিঃ) উদ্যম (সুরভিঃ) সুগন্ধ (নঃ) আমাদিগকে (ইন্বতু) প্রাপ্ত হয়। (যে চ) আর যে (অর্বতঃ) প্রাপ্ত (মাসভিকাম) মাংস পাইবার জন্য (উতো) তর্ক বিতর্ক (উপাসতে) করে, হে বিদ্বান তুমি (ইতি) এই প্রকার মাংসাদি ভক্ষণ ত্যাগ দ্বারা উদ্যমকে (র্নিহর) নিরন্তর দৃঢ় কর।

ভাবার্থ—যে সকল মনুষ্য অন্ন জল শোধন ও পাক করিতে জানে এবং মাংস ভোজন ত্যাগ করে, তাহারা উদ্যম শীল হয়।

মন্ত্র ১৩।

"যন্নীক্ষণং মাম্পচন্যাউখায়া যা পাত্রানি যুষ্ণ আসেচনানি।
উষ্মন্যাপিধানা চরূণা মঙ্কাঃ সূনাঃ পরি ভূষন্ত্যশ্বম্।"

পদার্থ—(যৎ) যে মনুষ্য (মাংস্পচন্য) মাংসাদি পাকের (উখায়া) পাকথালি কড়া আদি ত্যাগ করিয়া (নিক্ষনং) নিরন্তর দেখে (যা) যে (যুষ্ণ) রস বা জল (আসেচনানি) ঠিক মত ঢালে (পাত্রানি) পাত্রে কড়া আদিতে (উষ্মন্যা) গরম রাখিতে (অপিধানা) ঢাকনা আদি দেয় এবং (চরূণা) অন্নাদি পাক কুশলী অঙ্কাঃ) উত্তমরূপে উপাদায়ে করিতে জানে (অশ্বম) ঘোড়াকে শিক্ষা দেয় এবং (পরিভূসন্তি) জীন আদি দ্বারা সুশোভিত করে সে (সূনাঃ) সুখে গমনাগমন করে।

ভাবার্থ—
যে মনুষ্য মাংসাদি পাকদোষ রহিত পাকথালিতে অন্নপাক করে এবং অন্নে ঠিকমত জল দেয়এবং উষ্ম রাখে সে হয় উত্তম পাচক। ঐ রূপ যে ঘোড়াকে সুশিক্ষা দেয় এবং জীনাদী (সজ্জায়) দ্বারা সজ্জিত করে সে সুখে গমনাগমন করে।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ৮। ১০১। ১৫। মন্ত্র—

"প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায়মা গামনা গামদিতিং বধিষ্ট"

পদার্থ—(চিকিতুষে জনায় প্রবোচম্) জ্ঞানবানাধ পুরুষের নিকট আমি বলিতেছি যে, (অনাগাম) নিরপরাধ (অদিতিম)

পৃথিবী সদৃশ অহিংস (গাম) গরুকে (মা বধিষ্ঠ) হনন করিও না।

অনুবাদ—(পরমেশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে) আমি জ্ঞানবান পুরুষের নিকট বলিতেছি যে, নিরপরাধ পৃথিবী সদৃশ অহিসং গো জাতিকে হত্যা করিও না।

অথর্ববেদ—১।১১৬।৪ মন্ত্র—

"যদিনোগাংহিংসী যদ্যশ্বং যদি পুরুষম্।
তংত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নো হসো অবীরহা।"

পদার্থ—(যদি নং গাং হিংসী) যদি আমাদের গরুকে হিংসা করে (যদি অশ্বম্) যদি অশ্বকে (যদি পুরুষম্) যদি মনুষ্যকে হিংসা করে (তত্ত্বা) তবে তোমাকে (সীসেন) সীসক দ্বারা (বিধ্যামঃ) বিদ্ধ করিব (যথা) যাহাতে (নঃ) আমাদের মধ্যে (অ-বীরহা আস) বীরেদের বিনাশক কেহ না থাকে।

অনুবাদ- যদি তুমি আমাদের গরু, অশ্ব ও প্রজাদিগকে হিংসা কর তবে তোমাকে সীসকের গুলি দ্বারা বিদ্ধ করিব। আমাদের সমাজের মধ্যে বীরেদের বিনাশকারী কেহই যেন না থাকে।

যেখানে গোহত্যা নিষেধ করা হয়েছে এবং অশ্ব ও গোহত্যাকারীকে গুলিবিদ্ধ করার উপদেশ আছে সেখানে গোমাংস ভক্ষণের বিধান থাকিতে পারে না। বেদ মন্ত্রের অপব্যাখ্যায় গো মহিষ ও অশ্বের মাংস ভক্ষণের বিধান দেখান হইয়াছে। বেদে গোমাংস আদি ভক্ষণের বিধান থাকিলে সকল ভারতবাসীগণ গোমাংস আদি খাইত। মনুর সময় হইতে গোমাংস খাওয়া বন্ধ হইত না কারণ মনুর বিধান অপেক্ষা বেদের বিধান মান্য করা হয়।

গোঘ্ন''—গোঘ্ন শব্দের দ্বারা অতিথিকে বুঝায় বলা হইয়াছে কারন গৃহে অতিথি আসিলে গোমাংস খাওয়ানা হইত। এই উক্তি সত্য নয়। গৃহে অতিথি আসিলে আজকাল যেমন ''চা'' দ্বারা আপ্যাইত করা হয়, সেইরূপ বৈদিক এমন কি পৌরাণিক যুগেও অতিথিকে দধি, ছানা আদি দ্বারা সৎকার করা হইত। সেজন্য ''গোঘ্ন'' বলা হইত। ''অঘ্ন'' শব্দ সর্বত্র হত্যা অর্থে প্রয়োগ হয় না রক্ষা করা অর্থেও প্রয়োগ হয়। 'হস্তঘ্ন' শব্দ দ্বারা যে দ্রব্য হস্তকে ধনুর ছিলা হইতে রক্ষা করে সেই দ্রব্যের নাম হস্তঘ্ন। অতি পুরাকালে যুদ্ধের সময় যোদ্ধাগন হস্তঘ্ন ব্যবহার করিতেন।

ইহুদি ও যবনগণ মান্য করিতেন যে, আদিকালে বা স্বুবর্ণ যুগে মনুষ্য নিরামিষ ভোজী ছিল। মনুষ্য তার আদিম অবস্থায় নির্দ্দোষী ছিল। সকল পশুর সহিত শান্তি পূর্ণভাবে বসবাস করিত এবং ভূমির স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদিত ফল ভক্ষণ করিত। এ বিষয়ে— "The religion of the Semites," p601 বলা হইয়াছে— ''The man is his primitive state of inosence lived at péace with all animals eating the spontaneous fruits of the earth" বায়ু পুরানে ৮। ৪ উক্ত আছে; "পৃথ্বীর-সোত্তনং নাম আহারাং হ্যাহরন্তি বৈ।" মহাভারতে দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—বৃষামাংসাং নাশ্নীয়াৎ" গোমাংস ভক্ষণ করিও না। যখন শিষ্টাচার বিহীন হইয়া মনুষ্য মাংস খাইতে আরাম্ভ করিল তখনও এই সংসারে অনেক জাতি গোমাংস খাওয়া আচার বিরুদ্ধ মনে করিত। হেরোডোটস্ বলেন মিশর হইতে ট্রাইটোনিয়া পর্য্যন্ত সকল জাতি গোমাংস খাইত না, সীরিন দেশের স্ত্রীলোকগন গোমাংস খাওয়া অধর্ম

মনে করিত। "Thus from Egypt as far lake Tritonis ... cow's flesh however noe of the tribes ever taste, but abstain from it for the same reason as the Egyptians, neither do they any of them breed swine. Even at cyrine, the women think it wrong to eat the flesh of cow···" হেরোডোটস. ভাগ ১, পৃঃ ৩৬১, গ্রন্থ ৪র্থ, অধ্যায় ১৮৬। মনুষ্যগণ অসভ্য হইতে থাকায় এই শ্রেষ্ঠ গুন পরিত্যাগ করিতে থাকে। হিজরী ৩৩০ বিঃ সংবৎ ১০০৯তে আল মাসুদী লিখিয়াছেন যীশুখৃষ্টের শিষ্যগণ ও ভিক্ষুগণ নিরামিষ ভোজী ছিলেন। কেবল মিশর দেশের শিষাগণ মাংস খাইতেন. যীশুশিষ্য মার্ক মাংস খাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন।"···of all the christian monks, those of Egypt are the only ones who eat meat because Mark permitted them to do so, ইণ্ডিয়া এ্যান্টিকোরি ভাগ ১৮। মেজর কিসিগোরের মূল আরবী গ্রন্থ হইতে ইংরাজী অনুবাদ। আরবী গ্রন্থ কিতাব আ-মরূজ উল জহর যুবারিন আল-জোহর।

যখন ভারতের কিছুটা পতন ঘটিল, অহিংস যজ্ঞে পশু বলি আরাম্ভ হইল। তখন অন্যান্য দেশবাসীগণ ইহার অনুসরণ করিল। হেরোডোটস বলেন মিশর দেশের পুরোহিত গণের সিদ্ধান্ত ছিল যে যজ্ঞ ব্যতীত কোন পশুকে হত্যা করা বিধিযুক্ত নয়।

The Egyptian priests made it apoint of religion not to kill any live animals except those which they offer in Sacrifice. (ভাগ ১ পৃঃ ১৭০)

রাজসুয়ং বাজপেয়মগ্নিষ্টোমস্তদধ্বরঃ।

অকাশ্বমেধাবৃচ্ছিষ্টে জীব বর্হিমমন্দিতমঃ ।। (অথর্ববেদ ১১।৭।৭)

রাজসূয়, বাজপেয়,অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ আদি সব যজ্ঞ অধ্বরঃ অর্থাৎ হিংসা রহিত যজ্ঞ । যাহা প্রাণীমাত্রকে বৃদ্ধি এবং সুখ শান্তি দাতা ।

এই মন্ত্রে রাজসূয় আদি সব যজ্ঞকে অধ্বরঃ বলে গিয়েছেন । যার একমাত্র সর্ব্বসম্মত অর্থ হিংসা রহিত যজ্ঞ । তাহলে ইহা স্পষ্ট যে, বেদের মধ্যে কোন যজ্ঞে পশুবধের আজ্ঞা নেই ।

।।ওম্ শান্তি শান্তি শান্তি।।